সকল কাফের, মুনাফিক ও মুরতাদের জোটের বিরুদ্ধে

দাওলাতুল ইসলামকে সাহায্য করা

ঈমানের দৃঢ়তম হাতল

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসুলুল্লাহ, তাঁর পরিবার পরিজন এবং সকল মুমিনগণের উপর। অতঃপর...

হে বিচক্ষণ মুসলিম ভাইয়েরা, আপনারা জানেন, আজ পুরো পৃথিবীর আরব অনারব নির্বিশেষে সকল কাফের, মুরতাদ ও মুনাফিকের দল দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কিভাবে এক ঝান্ডা তলে একত্রিত হয়েছে! আপনারা দেখছেন তারা দাওলাতুল ইসলামকে সমূলে উৎপাটনের জন্য কিভাবে ষড়যন্ত্র করছে এবং সেনা প্রস্তুত করছে! আর তাদেরকে নেতৃত্ব দিচ্ছে ক্রুশের ধারকবাহক আমেরিকা। যার দরুন এই যুদ্ধ শয়তানের বাহিনী এবং আল্লাহর বাহিনীর মধ্যকার পার্থক্যমূলক যুদ্ধে পরিণত হয়েছে।

এত সুস্পষ্টভাবে বাস্তবতা উদঘাটনের পরেও কিছু মানুষ নিজেদের অবস্থান নিয়ে বিচলিত হয়ে বলছে, আমি কোন পক্ষ অবলম্বন করবো? আমার কী করণীয়?

তবে মনোযোগ দিয়ে শুনুন হে সন্দিহান ও দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তি, আপনাকেই বলছি। কেননা বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর আল্লাহর শপথ করে বলছি এটাই সেই দুই শিবির যাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছিলেন "একটি ঈমানদারদের শিবির যার মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণও কুফর থাকবে না এবং একটি কাফেরদের শিবির যার মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণ ঈমান থাকবে না!"

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মুসলিমরা যেন মুসলিমদেরকে ছেড়ে কাফেরদেরকে বন্ধু না বানায়। যে কেউ এ কাজ করবে আল্লাহর সঙ্গে তার কোনই সম্পর্ক নেই। তবে তাদের জুলুম থেকে বাঁচার জন্য আত্মরক্ষামূলক কোন পন্থা অবলম্বন করলে ভিন্ন কথা। আর আল্লাহ তার নিজের সম্বন্ধে তোমাদের সতর্ক করেছেন এবং আল্লাহর কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।" [সূরা আল ইমরান: ২৮]

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "ঈমানের সবচেয়ে নিরাপদ বন্ধন হল বন্ধুত্ব আল্লাহর জন্য করা এবং শত্রুতাও আল্লাহর জন্য করা, আর আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য বিদ্বেষ পোষণ করা।" (তাবরানী, হাসান)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ভালোবাসে এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা করে, আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব করে এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা পোষণ করে একমাত্র সেই আল্লাহ তায়ালার সাহায্য পাবে। আর বান্দার বন্ধুত্ব ও শত্রুতা পোষণের নীতি তথা "ওয়ালা-বারা" পরিশুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত সে কখনো ইমানের স্বাদ পাবে না। যদিও বা তার সালাত ও সওমের পরিমান অনেক বেশি হয়।" (জামিউল উলুম ওয়ালহিকাম ইবনে রজব হাম্বলী)

শায়খ সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব, ইবনে আব্বাসের উল্লেখিত বর্ণনার ব্যাখ্যায় বলেন: (১) "মোওয়ালাত ফিল্লাহ" হলো আল্লাহর জন্য মুহাব্বত করার অনিবার্য ফল। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে কেবল মুহাব্বত-ভালোবাসাই যথেষ্ট নয়। বরং মুহাব্বতের সাথে "মোওয়ালাত"ও থাকতে হবে - যা ভালোবাসার অনিবার্য ফলাফল। আর "মোওয়ালাত" হলো- সাহায্য করা, সম্মান প্রদর্শন করা এবং শ্রদ্ধা করা এবং যাদেরকে ভালোবেসেছে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে তাদের পক্ষ সমর্থন করা। (২) "মোওয়াদাত ফিল্লাহ" হলো আল্লাহর খাতিরে কাউকে ঘৃণা করার অনিবার্য ফল। আর তা হচ্ছে কর্মের মাধ্যমে শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো। যেমন- আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখা।

এতে বুঝা যায়, শুধু অন্তরে ঘৃণা করাটাই "মোয়াদাত ফিল্লাহ"এর জন্য যথেষ্ট নয়। বরং ঘৃণার সাথে এর অনিবার্য ফলাফল - শত্রুতা, জিহাদ, সম্পর্কচ্ছেদ ইত্যাদিও থাকতে হবে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ ﷻ বলেন: "তোমাদের জন্য ইব্রাহিম ও তার সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যখন তারা তাদের সম্প্রদায় কে বলেছিলেন আমরা তোমাদের থেকে এবং আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদের থেকে সম্পর্কহীন। তোমাদের সাথে আমাদের চিরকালের জন্য প্রকাশ্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে গেছে, যে পর্যন্ত না তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন।" [সূরা মুমতাহিনা: ৪] (তাইসিরুল আজিজুল হামিদ শরহে কিতাবুত তাওহীদ)

তাহলে শরীয়তের অকাট্য দলিল দ্বারা একথা প্রমাণিত হল যে "আল ওয়ালা ওয়াল বারা" দ্বীনের ভিত্তি সমূহ থেকে একটি ভিত্তি বিধায়, এটি ছাড়া দ্বীন ইসলাম ও ইমান

কোনটিই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

তাহলে এখন বুঝতে হবে “ওয়ালা এবং বারা”এর অর্থ কি? ইসলামে এর গুরুত্ব কতটুকু? এবং “ওয়ালা ও বারার” বাস্তবায়নে একজন মুসলিমের কী কী করণীয়?

শায়খ হামুদ বিন ওকলা আল শুআইবি রহিমাহুল্লাহ -কে প্রশ্ন করা হয়, আফগানিস্তানে ক্রুসেড জোটের হামলায় শরয়ী দৃষ্টিকোণ কি? এই প্রশ্নের জবাবে তাঁর সংক্ষিপ্ত ও কিছুটা সংযোজিত উত্তর এখানে তুলে ধরছি। তিনি বলেন: (الولاء) ‘আল ওয়ালা’ হচ্ছে ক্রিয়ামূল বিশেষ্য (والى يوالى موالاة) থেকে নির্গত যার অর্থ হচ্ছে: সাহায্য করা, রক্ষা করা, সমর্থন করা, অনুসরণ করা এবং ভালোবাসা। আর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে: বান্দা স্বীয় রবকে এবং তার নবীকে আনুগত্য ও বিধিনিষেধ মান্য করার মাধ্যমে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো এবং মুমিনদেরকে ভালোবাসা ও সাহায্যর হাত বাড়িয়ে দেওয়া।

আর ‘বারা’ শব্দটি (برئ) এর ক্রিয়ামূল, যার অর্থ কর্তন করা । তবে এখানে ‘বারা’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কাফেরদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, তাদেরকে পছন্দ না করা, মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা না করা এবং তাদের রাষ্ট্রে বসবাস না করা। শরিয়তের পরিভাষায় ‘বারা’ হলো দূরত্ব বজায় রাখা ও শত্রুতা পোষণ করা। কাফেরদের সাথে ‘বারা’ করার অর্থ- তাদের থেকে এমনভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করবে যে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে না, তাদেরকে আর ভালোবাসবে না, তাদের প্রতি ঝুঁকবে না এবং তাদের কাছে সাহায্য সহায়তা চায়বে না।

ইসলামে “ওয়ালা এবং বারা” অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং ইমান-আকিদার মূল ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত। কাজেই ‘ওয়ালা এবং বারা’ ছাড়া কোন ব্যক্তি মুমিন হতে পারবে না ।
এজন্য মুসলিমের উপর উচিত আল্লাহর জন্যই মিত্রতা করা, আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্যই শত্রুতা করা ও বিদ্বেষ পোষণ করা।

সে ‘ওয়ালা’ তথা মিত্রতা করবে আল্লাহর বন্ধুদের সাথে এবং ভালোবাসবে আর মুওয়াদাত তথা শত্রুতা রাখবে আল্লাহর শত্রুদের সাথে, তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে এবং

তাদেরকে ঘৃণা করবে। আর যে আল্লাহর জন্য ভালোবাসলো, আল্লাহর জন্য ঘৃণা করলো, আল্লাহর জন্য মিত্রতা করলো এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা করলো সেই আল্লাহর বন্ধু। অপরদিকে কাফেরদের সাথে ওয়ালা-মিত্রতা করলো এবং তাদেরকে বন্ধু ও ভাই হিসেবে গ্রহণ করলো সে তাদের দলেই অন্তর্ভুক্ত হলো।

আল্লাহ ﷻ বলেন: “হে মুমিনগণ, ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম কওমকে হিদায়াত দেন না।” [সূরা মায়েদা: ৫১], আর কোরআন কারিমের বহু আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সতর্ক করেছেন যেন কুফফারদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করি। এরই ধারাবাহিকতায় আল্লাহ্ ﷻ বলেন: “হে মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে, তা অস্বীকার করছে” [সূরা মুমতাহিনা: ১]

কাজেই ‘আল বারা’ হচ্ছে ইসলামী আকিদার একটি ভিত্তি, যার মর্মার্থ হচ্ছে কুফফারদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখা, তাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করা এবং তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা। তাহলে বুঝা গেলো কোন ব্যক্তি মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হবে না যতক্ষণ না সে কাফের, মুরতাদ ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করবে এবং তাদেরকে থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিছিন্ন করবে; যদিও বা তারা নিকট থেকে নিকটবর্তী আত্মীয় হোক না কেন।

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ ﷻ বলেন: “যারা আল্লাহ ও পরকালে ইমান রাখে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা স্বগোত্রীয় হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।” [সূরা মুজাদালাহ: ২২]

এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, কেউ মুমিন হতে হলে তাকে অবশ্যই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বিরুদ্ধাচরণকারী মুশরিকদের থেকে দূরে সরে আসতে হবে, তাদের থেকে সবধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট শত্রুতা পোষণ করতে হবে; যদিও বা তারা তার সবচেয়ে নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজন হয়। উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় খালিল ইব্রাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্তুতি বর্ণনা করেছেন যখন তিনি স্বীয় পিতা, স্বজাতি ও তাদের কথিত উপাস্য থেকে সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে বিছিন্ন ঘোষণা করেছেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ ﷻ বলেন: “আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম স্বীয় পিতা ও তার কওমকে বলেছিল, ‘তোমরা যেগুলোর ইবাদাত কর, নিশ্চয় আমি তাদের থেকে সম্পর্কমুক্ত।”
[সূরা যুখরুফ: ২৬]

আর আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে আদেশ করেছেন আমরা যেন ইব্রাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একনিষ্ট তাওহীদকে এবং মুশরিকদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার এই আদর্শকে ধারণ করি। তিনি বলেন: “ইবরাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলছিল, ‘তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছুর উপাসনা কর তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি; এবং আমাদের ও তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য সৃষ্টি হয়ে গেলো, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন।”
তবে স্বীয় পিতার প্রতি ইবরাহীমের উক্তিটি ব্যতিক্রম: “আমি অবশ্যই তোমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব আর তোমার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আমি কোন অধিকার রাখি না।’ হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আপনার ওপরই ভরসা করি, আপনারই অভিমুখী হই আর প্রত্যাবর্তন তো আপনারই কাছে।” [সূরা মুমতাহিনা: ৪]

আর মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করার হুকুম কি? এক্ষেত্রে পূর্বাপর উম্মতের সকল উলামায়ে কেরামের মতামত হচ্ছে তা সুস্পষ্ট কুফরি, যা মিল্লাত থেকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

ইমাম মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব রহিমাহুল্লাহ বলেন: ইমান ভঙ্গের আট নাম্বার কারণ হচ্ছে: "মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করা", ইংরেজরা মিশর আক্রমণের পর কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা আহমদ শাকের রহি. বলেন: "পৃথিবীর সকল অঞ্চলে সকল মুসলিমের উপর কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব। তাদেরকে যেখানে পাবে সেখানে হত্যা করবে এবং সামরিক বেসামরিক কোন পার্থক্য করবে না.... আর ইংরেজদেরকে ছোট-বড় যে কোনো সাহায্য-সহযোগিতা করা সম্পূর্ণ রিদ্দাহ এবং সুস্পষ্ট কুফরি। এক্ষেত্রে কোন প্রকারের অজুহাত কিংবা ব্যাখ্যা-তাবীল গ্রহণযোগ্য হবে না। আর কোন অন্যায় পক্ষপাতিত্ব, অসার রাজনীতি, নিফাকী সৌজন্যতার দোহায় দিয়েও কেউ এই কুফর ও রিদ্দার হুকুম থেকে বাঁচতে পারবে না। হোক সে কোন বিশেষ ব্যক্তিত্ব, সরকার দলীয় কিংবা নেতৃস্থানীয় কোন লোক; সকলেই সমানভাবে মুরতাদ সাব্যস্ত হবে।"

উল্লেখিত বর্ণনার উপর ভিত্তি করে বলা যায়, যে বা যারা আমেরিকা ও তৎসদৃশ কাফের রাষ্ট্রগুলোকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাহায্য সহযোগিতা করবে, তারা কাফের ও মুরতাদ হয়ে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে, তাদের এ সহযোগিতা যে ধরনেরই হোক না কেন। কেননা রোমান কুকুর ও তার সমগোত্রীয় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে আয়োজিত এই যুদ্ধকে তারা সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ বললেও এটা মূলত অতীত ইতিহাসে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে সংঘটিত ক্রুসেইড যুদ্ধের মতোই একটি ক্রুসেইড যুদ্ধ। আর পাপিষ্ঠ বুশ তো জনসম্মুখেই স্পষ্ট করে ঘোষণা দিয়েছে: "আমরা একটি ক্রুসেড হামলা পরিচালনা করব"! এই ঘোষণা সে মাতাল অবস্থায় দিয়েছে কিংবা সজ্ঞানেই দিয়েছে। উভয় অবস্থাতেই কাফের নেতারা এটাকে ক্রুসেড হামলা হিসেবেই বিবেচনা করে থাকে।

ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের এই শত্রুতা-বিদ্বেষ দেখে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। কেননা কাফেররা বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত হয়ে থাকলেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতায় তারা এক ধর্মের ন্যায়। তবে বিস্মিত হওয়ার ব্যাপার হচ্ছে কিছু শাসক ও মুসলিমদের কর্মকাণ্ডের উপর, যারা এই কাফেরদেরকে সহযোগিতা করে এবং তাদের জন্য স্থলপথ, আকাশ পথ ও ঘাঁটিসমূহ উন্মুক্ত করে

দেয় যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রুরা এগুলো ব্যবহার করে মুসলিমদের উপর হামলা করতে পারে!

এজন্য আমরা সকল মুসলমানদের আহ্বান করছি তারা যেন জান-মাল, দোয়া ও দাওয়াতের মাধ্যমে যে যেভাবে পারে মুজাহিদিন ভাইদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। তেমনিভাবে আমরা আমাদের মুজাহিদিন ভাইদের প্রতি অসিয়ত করছি, তারা যেন ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে মরণপণ লড়াই করে যায় এই শত্রুদের বিরুদ্ধে। আমরা আশা করি আল্লাহর ইচ্ছায় মুসলিমদের ভূখণ্ডসমূহ তাদের কবরে পরিনত হয়, ইতিপূর্বে এখানে যেমন কবর রচিত হয়েছিল অহংকারী, সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য।

একইভাবে আমরা আমাদের লড়াকু ভাইদের স্বরণ করিয়ে দিতে চাই, সেই সময়ের কথা যখন কাফেররা মদিনার মুসলিমদেরকে সমূলে উপড়ে ফেলার জন্য সর্বশক্তি নিয়ে জোট গঠন করে উন্মাদের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'য়ালা তাদের ঐক্যের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে দেন এবং তাঁর রাসূল ও মুমিনদের হেফাজত করেন।

কিন্তু আজ সেই ইতিহাস আবারো পুনরাবৃত্তি হচ্ছে পুরো কুফরি শক্তি তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে পুনরায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে নতুন করে একত্রিত হয়েছে। ফলে পুরো পৃথিবীর সকল মুসলিম, বিশেষত যারা দাওলাতুল ইসলামের ভূমিতে বসবাস করে তাদের সকলের উপর ফরজ হয়ে গেছে ইরাক ও শামসহ প্রতিটি ভূখণ্ডে দাওলাতুল ইসলামের সাহায্যে এগিয়ে আসা। জান, মাল ও প্রচারণারর মাধ্যমে যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী নুসরার হাত বাড়িয়ে দেওয়া। এবং তাদের মুজাহিদ ভাইদের ইজ্জতের হেফাজত করা, তাদেরকে আপন করে নেওয়া এবং তাদের প্রতি সব ধরনের সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা। এবং তাদের বিজয়ে খুশি হওয়া ও -আল্লাহ না করুক- তাদের পরাজয় হলে কষ্ট পাওয়া। মানুষের মনোবল বৃদ্ধি করা ও বিরুদ্ধাচারীদের মুখে লাগাম লাগিয়ে দেওয়া। ওই আল্লাহর শপথ যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, এটা হচ্ছে ঈমানের সুদৃঢ় হাতলের অন্তর্গত।

অপরদিকে মুসলিমদের পরাজয়ে খুশি হওয়া এবং কাফেরদের বিজয়ে আনন্দিত হওয়া এটা সুস্পষ্ট কুফরি ও রিদ্দাহ।

হে মুসলিম ভাইয়েরা, এই হচ্ছে সে দাওলাহ যার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে আপনাদের সন্তান ও মুজাহিদ ভাইদের ক্ষতবিক্ষত দেহের উপর, যাকে সিক্ত করা হয়েছে শুহাদায়ে কেরামের রক্তের মাধ্যমে, এবং যার মূল্য চুকাতে হয়েছে হাজারো মু'মিন মু'মিনাতের বন্দিত্বের মাধ্যমে। অতঃপর তা ক্রমান্বয়ে বিকাশিত হয়ে খিলাফাহর অবকাঠামো

দাঁড় করিয়েছে; যা আল্লাহর শত্রুদের ক্রোধের কারণ এবং মুহাজিরদের জন্য এক নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে। এই উদীয়মান দাওলা শুধু আমাদের দাওলা নয় বরং এটা আপনাদেরও। আর এটার প্রতিরক্ষার দায়িত্ব শুধু আমাদের এমনটি নয় বরং আপনাদের উপরও এই দায়িত্ব বর্তায়।

আল্লাহর তাকদীর ও ফায়সালা অনুযায়ী যদি এই দাওলাহর পতন ঘটে -অবশ্য আমরা বেঁচে থাকতে এটা হতে পারে না- তবে আল্লাহর শপথ করে বলছি, আবারও শপথ করে বলছি, রাফিদাহ, ক্রুসেডার ও মুনাফিকরা আপনাদের জান মাল ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে, এবং আপনাদের সন্তানদেরকে পশুর মতো জবাই করবে, আপনাদে স্ত্রীদেরকে দাসি বানাবে, আপনাদের সম্পদ লুটপাট করবে, তারা আপনাদের মসজিদগুলো গুঁড়িয়ে দিবে এবং আপনাদের কোরআনের পাণ্ডুলিপিগুলো জ্বালিয়ে দিবে... কিন্তু আজ তারা তাদের উদ্দেশ্য পূরণে হতাশ ও ব্যর্থ হয়েছে।

পরিশেষে আমরা উম্মতে মুসলিমাকে সুসংবাদ দিতে চাই যে, দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদ ভাইয়েরা তাদের সংকল্পে অনড়, তারা মৃত্যুর উপর বাইআত বদ্ধ হয়েছেন এবং কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতির জন্য তাঁরা নিজেদের কর্মপন্থা ঠিক করে রেখেছেন। যার ফলাফল আপনারা কেবল শুনবেনই না বরং খুব শীঘ্রই তা স্বচোক্ষে দেখতে পাবেন বি-ইযনিল্লাহ। এবং সমস্ত ইজ্জতের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ, তাঁর রসুল ও মুমিনগণ..